দৈনিক ইত্তেফাক শিক্ষা

তারিখ 23 NOV 1986
পৃষ্ঠা 3 কলাম 2

শিক্ষা ... পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

42

নানা সমস্যায় জর্জরিত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বিভিন্ন এলাকার বহুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাজারো সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়ায় ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখপড়া ব্যাহত হইতেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সংবাদদাতা জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার ১৬৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান সমস্যা প্রকট। স্থানাভাবে অনেক স্কুলে দুই শিফটে ক্লাস নেওয়া হয়। ইহাছাড়া স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। উপজেলার প্রায় ৩৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ক্লাস না নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ হইতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

বাগেরহাটের সংবাদদাতা জানান, মোরেলগঞ্জ উপজেলার পূর্বচিপা বারইখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারাভাবে ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বিদ্যালয় ভবনের ছাদ ও দেওয়ালের প্লাষ্টার খসিয়া পড়িতেছে। ছাদের কোন কোন স্থানে ফাটল দেখা দিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় বেঞ্চ নাই। এদিকে রামপাল উপজেলার কাশিমপুর পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হইতে বিলম্বের দরুন ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

বরগুনার সংবাদদাতা জানান, বরগুনা সদর উপজেলার পশ্চিম বাওয়ালকর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব পার্টিশন না থাকা, নলকুপের অভাব ইত্যাদি নানা সমস্যা রহিয়াছে। বিদ্যালয়ে শৌচাগারের ব্যবস্থা নাই। বর্ষার সময় বিদ্যালয় গৃহের টিনের ছিদ্রপথে পানি পড়ে।

নবাবগঞ্জের (ঢাকা) সংবাদদাতা জানান, নবাবগঞ্জ উপজেলায় ১২টি ও দোহার উপজেলার ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহের অবস্থা একেবারেই জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়ের ছাদ ধসিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। কোন কোন স্কুলের বেড়া, দরজা, জানালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ৪টি স্কুল গৃহের চালা নাই। বৃষ্টি হইলে কোন কোন স্কুলগৃহের ভিতরে পানি পড়ে। নবাবগঞ্জ উপজেলার আলগীচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্লাষ্টার খসিয়া পড়িতেছে। আটকাউনিয়া শোল্লা, বালুখণ্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় যে কোন সময় ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। দেওতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামত কাজ অসমাপ্ত রহিয়াছে। কোন কোন স্কুলে আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে।

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) হইতে

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(৩য় পৃঃ পর)

জনৈক সংবাদদাতা জানান, কাপাসিয়া উপজেলার সিংহশ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ ৮ মাস পূর্বে ঝড়ে বিধ্বস্ত হইলেও উহা মেরামত বা সংস্কারের ব্যবস্থা হয় নাই। ঝড়ে স্কুলের বহু আসবাবপত্রও বিনষ্ট হয়। এদিকে একই উপজেলার ঘাগুটিয়া চালা হাইস্কুলের ছাদ ধসিয়া পড়ায় আশংকা দেখা দিয়াছে। বিদ্যালয়ে স্থানাভাব সমস্যা রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষণাগারটি ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি বৃষ্টিতে ভিজিয়া বিনষ্ট হইতেছে।

দিনাজপুরের সংবাদদাতা জানান, বিরল উপজেলার পাকুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপরের চালা নাই। '৭৪ সালের ঝড়ে স্কুলের টিনের চাল উড়িয়া যায়। পরে স্থানীয় প্রচেষ্টায় স্কুলের ৪টি কক্ষের মধ্যে একটি কক্ষে কোন রকমে ছাপড়ার ব্যবস্থা করা হইলেও বাকী কক্ষগুলির উপরে এখনও ছাদের ব্যবস্থা হয় নাই। স্কুলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ নাই বলিলেই চলে। স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যাও কম।

দাউদকান্দির (কুমিল্লা) সংবাদদাতা জানান, দাউদকান্দি উপজেলার চরমাহমুদী পাঁচানী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ না করায় এবং কোন সরকারী অনুদান না পাওয়ায় স্কুলটির অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখা মুশকিল হইয়া পড়িয়াছে। উল্লেখ্য, এলাকাবাসীর সাহায্য-সহযোগিতায় '৭৫ সাল হইতে বিদ্যালয়টি চলিয়া আসিতেছে।

লালমনির হাটের সংবাদদাতা জানান, হাতীবান্ধা উপজেলার বুড়াষার দীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৭০ সালে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবিলম্বে বিদ্যালয়টির উন্নয়ন প্রয়োজন।

রাজবাড়ীর সংবাদদাতা জানান, রাজবাড়ী শহরের বাজার পাঠশালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেওয়ালে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছে। যে কোন মুহূর্তে দেওয়াল ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।